দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 5 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

182

চট্টগ্রামে বাওয়া স্কুল ও কলেজে প্রভাষক নিয়োগে জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বাওয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ১৫ জন প্রভাষক নিয়োগে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। চট্টগ্রামের অতি পরিচিত বাওয়া স্কুলের সাথে নতুন করে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানে নিয়োগদানের জন্য গত ২৬ জুন প্রার্থী বাছাই লিখিত পরীক্ষাটি ছিল একটি সাজানো নাটক। প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং শুধু তাই নয়, কোন কোন প্রার্থীকে আগাম প্রশ্ন সরবরাহেরও অভিযোগ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। একটি বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে লিখিত পরীক্ষা এবং সেদিন রাত প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এরপর গত ৩০ জুন এভাবে নিয়োগদান পাকাপোক্ত করার জন্যে আযোজিত ম্যানেজিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠকে এ ধরনের এজেন্ডাটি অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে। এদিকে, এভাবে

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষক নিয়োগের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বাওয়া স্কুলের কোন কোন অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানানো হয়েছে। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে পড়ায় এ বিষয়টি বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্মরণীয় যে, কলেজের প্রভাষক নিয়োগের জন্যে গত ২৬ জুন লিখিত পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয় এবং একই দিন রেজাল্ট দেয়ার কথা। সে জন্যই ১৫টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের ইতিপূর্বে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত ১৫ জন শিক্ষকই তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নপত্র তৈরী করে ফটোকপি প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ এবং তারাই পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এটাই নিয়ম। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা বাওয়া স্কুলে আসার পর দেখতে পান জেলা প্রশাসক আগে-ভাগেই প্রশ্ন তৈরী করে রেখেছেন। এতে বাদ সাধেন শিক্ষকরা এবং তারা এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানান ও শেষ পর্যন্ত কর্তব্য পালনে অপারগতা জানিয়ে বাওয়া স্কুল ও কলেজের ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে জেলা প্রশাসক ও কমিটির অন্যান্য উপস্থিত সদস্যরা যে কোনভাবে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করান। খাতা দেখা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে জেলা প্রশাসক তার অপর কয়েকজন সহযোগী নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট যান। তাদের কয়েকজনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করার পর খাতা দেখার দায়িত্ব নেন তারা। নিয়ম অনুযায়ী যিনি প্রশ্ন করবেন তিনিই খাতা দেখায় দায়িত্ব পালন করার কথা থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষক দিয়ে তড়িঘড়ি করে খাতা দেখার কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রার্থী বাছাই সম্পন্ন করতে রাত প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত সময় লাগে। এদিকে, জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হাসানের কর্মকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ কিছু প্রার্থী ও অভিভাবক পরীক্ষায় কোন কোন বিষয়ে অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ মহলে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তার দরখাস্ত করার যোগ্যতাও ছিল না। তাকে পূর্বেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয় অভিযোগ করে বলা হয়, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোন সরকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশ্ন তৈরী করে পরীক্ষা নিলে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। একইভাবে ইংরেজী বিষয়ে হোসনে আরা নামে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকেও আগে-ভাগে প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। ইংরেজী বিষয়ে তার চেয়ে অধিক যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাদের নেয়া হয়নি। বাবস্থাপনা বিভাগের ব্যাপারেও একই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। আরো অভিযোগ উঠেছে পূর্বেই আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা ডিসি'র কর্মকাণ্ডে বিরূপ হয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নকরণ থেকে বিরত থাকায় এমন কোন কোন শিক্ষক দিয়ে খাতা দেখার কাজ সারা হয়, আদৌ তারা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। আরো জানা গেছে যে, বাওয়া স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষকের নিয়োগও এক প্রকার অনিয়মিতভাবেই দেয়া হয়। এক্ষেত্রেও নিয়োগবিধি লংঘন করা হয়। ইতিপূর্বে উক্ত প্রধান শিক্ষকও একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন মাত্র। প্রচুর টাকার বিনিময়ে তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকার তার নিয়োগ এখনো অনুমোদন করেনি বলেও সূত্র জানায়। এ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেও উত্থাপিত একটি অভিযোগের তদন্ত বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনার অফিসে ঝুলে আছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই জেলার প্রশাসক হিসেবে ডিসি'র কর্মকাণ্ডে জনমনে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন জেলা প্রশাসক যে ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় জনগণ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ। এছাড়াও বাওয়া স্কুলের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের এভাবে সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ায় অভিভাবক মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার তাদের দাবী অনুযায়ী সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে বলে ওয়াকিবহাল মহল আশাবাদী।